সংবাদ

তারিখ ... 14 JAN ২০১৩ ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের বই

● উদ্বৃত্ত বই বিক্রি করছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা

রাকিব উদ্দিন

রাজধানীর বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতের ফুটপাতে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই। প্রতিষ্ঠান প্রধানরা নিজ নিজ স্কুলের উদ্বৃত্ত থাকা বই খোলা বাজারে বিক্রি করছে এক শ্রেণীর দালালের মাধ্যমে, যারা প্রকাশনা ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অভিযোগ আছে, মুদ্রণ শিল্প সমিতির কয়েকজন নেতা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উদ্বৃত্ত বই সংগ্রহ করছে। এদিকে সরকারি নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ সিলেবাসবহির্ভূতভাবে খোলা বাজারের নিম্নমানের সহায়ক বই (১ম থেকে ১০ম শ্রেণী) চড়া দামে কিনে পড়তে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ নিম্নমানের সহায়ক পড়ানোর অনুমতির জন্য এনসিটিবির চেয়ারম্যানের কাছে আবেদনও করেছেন। তবে এনসিটিবি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কোনক্রমেই সিলেবাসবহির্ভূত কোন বই শিক্ষার্থীদের পড়ানো যাবে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'বই নিয়ে কোন ধরনের অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। আমরা খবর পাচ্ছি, বিপুল অংকের টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনহীন বই শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষক নেতারাও জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারের অনুমোদনহীন কোন অবৈধ বই প্রতিষ্ঠানে বই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক

বই : প্রকাশ্যে বিক্রি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চলতে পারবে না। আমরা কঠোর অ্যাকশন নেব।'

পাঠ্যবই বিক্রি

প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই পাঠ্যবইয়ের মোট চাহিদার পাঁচ শতাংশ বেশি ছাপা হয় বাফার স্টক বা আপদকালীন সংকট মোকাবিলার জন্য। নিয়মানুযায়ী কোন স্কুলে কিছু বইয়ের ঘাটতি থাকলে, জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত বই এনে সেই স্বল্পতা কাটানোর কথা। বাড়তি বই খোলা বাজারে বিক্রি পুরোপুরি বেআইনি। এমনকি এক শ্রেণীর অতি উৎসাহী অভিভাবক খোলা বাজার থেকে বিনামূল্যের পাঠ্যবই কিনছেনও। এছাড়া যেসব ছাত্রছাত্রী এখনও উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি হয়নি, তাদের অভিভাবকও খোলা বাজার থেকে চড়া দামে বিনামূল্যের পাঠ্যবই কিনছেন। যদিও ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পাঠ্যবই পাচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানান, পাঠ্যবই বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পুলিশ বিভাগকে একাধিকবার চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযানের আগাম খবর পুলিশই কালোবাজারিদের জানিয়ে দেয়। তাই এবার র‌্যাবের মাধ্যমে কালোবাজারিদের ধরতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'বিনামূল্যের পাঠ্যবই বাজারে বিক্রি পুরোপুরি বেআইনি। যারা বিনামূল্যের বই বাজারে বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।'

সেরা স্কুলের অনৈতিক বাণিজ্য

জানা গেছে, অসাধু প্রকাশকদের কাছ থেকে চুক্তিভিত্তিক মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে সিলেবাসবহির্ভূতভাবে স্কুলে প্রায় সব শ্রেণীর জন্যই নিম্নমানের সহায়ক গ্রন্থ বাধ্যতামূলক করেছে রাজধানীর সেরা স্কুলগুলো। আর ভুলে ভরা, তথ্য বিভ্রাট ও বিকৃত ইতিহাস সংবলিত এসব বই পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এ ধরনের অনৈতিক কাজে শীর্ষে আছে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, সানব্রিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন হাইস্কুল, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল অন্যতম। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা প্রতিবছরই মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে অসাধু প্রকাশকদের সঙ্গে আঁতাত করে অনুমোদনহীন সহায়ক বই পড়তে বাধ্য করছে ছাত্রছাত্রীদের। এতে দেখা গেছে, ৩০ টাকা মূল্যের একটি বই কমপক্ষে ১৫০ টাকায় কিনতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, 'পাঠ্যবইয়ের বাইরে সহায়ক বই পড়ানোর অনুমোদনের জন্য ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে আবেদন করেছে। কিন্তু আমরা সাফ জানিয়ে দিয়েছি- সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন সহায়ক বই পড়ানো যাবে না।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক 'সংবাদ'কে জানান, এই প্রতিষ্ঠানে বিএনপি-জামায়াতপন্থি এক শ্রেণীর শিক্ষকই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তারাই গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান (রাশেদ খান মেনন) না জানিয়ে প্রতিবারের মতো এবারও নিম্নমানের সহায়ক বই 'বুক লিস্ট' এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানায়, গত বছর (২০১২ শিক্ষাবর্ষে) সরকারিভাবে অনুমোদন দেয়া হয় ২৩টি সহায়ক বইয়ের। এসব বইয়ের নির্ধারিত মূল্যসহ তালিকা জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সব আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন বলা হয়েছিল, অনুমোদন পাওয়া বই বাদ দিয়ে অনুমোদনহীন বই পড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের তালিকা চূড়ান্ত করে অনুমোদন দেয়া বইগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে এনসিটিবি। ১১টি বিষয়ের বইয়ের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ, ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন এবং র‌্যাপিড রিডার। সপ্তম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণ, ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন এবং র‌্যাপিড রিডার। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ, ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন এবং র‌্যাপিড রিডার নামে সহায়ক বইয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া নবম শ্রেণীর সহায়ক বইয়ের মধ্যে আছে বাংলা ব্যাকরণ, ইংলিশ গ্রামার। কিন্তু এবার এনসিটিবি সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলা ব্যাকরণ ও ইংলিশ গ্রামার বই বিনামূল্যে দিচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই গত বছর সরকারিভাবে যেসব বইয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, সেগুলো এবার পড়ানো যাবে না। সংশ্লিষ্টরা জানায়, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে যেসব নিম্নমানের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে সেগুলোর মধ্যে রেনেসাঁ প্রকাশনীর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বিচিত্রা, চৌধুরী অ্যান্ড হোসাইন সম্পাদিত অ্যাডভান্সড লার্নার্স কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন, ড. দেলোয়ার মজিদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা, হোসনে আরার কিশোরদের অমর কাহিনী, মো. আবু তাহের সরকারের বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরি, মো. বাহাউদ্দিনের নিউ মেথড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন, নিয়াজ মো. আমিরুল ইসলামের স্টোরিজ অব কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, এএসএম মাহবুবুল হকের মডার্ন ভোকাবুলারি উইথ সিনোনেইম অ্যান্ড অ্যান্টোনেম অন্যতম। এছাড়া শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে সহায়ক বই হিসেবে দেলোয়ার মজিদের ভাষাশৈলী (বাংলা) ব্যাকরণ ও রচনা, আবু তাহের সরকারের বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরি, আবুল কালাম আজাদের সীমানা- মাধ্যমিক ভূগোল ও সামাজিক বিজ্ঞান, মোহাম্মদ রফিকুল্লাহর এ প্যাটার্নিয়াল ইংলিশ গ্রামার কম্পোজিশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।